দৈনিক খবর

তারিখ ... 02 APR-1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

তলবী সভা

ঢাকা ভার্সিটির নয়া উপাচার্যের নিয়োগ প্রত্যাহারের দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সমিতির সভাপতিসহ কার্যকরী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতিতে গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তলবী সভায় শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বেই বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার করে আইনের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে আয়োজিত এ তলবী সভায় ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক অংশ নেন। সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতির

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুপস্থিতিতে কার্যকরী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক আবদুল জব্বার মিয়া এতে সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতে পটভূমি তুলে ধরে অধ্যাপক মসিহুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত উপাচার্যের পদত্যাগের পরে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ' ৭৩ লংঘন করে সরাসরি নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় এ বিষয়টি আলোচনার পরে কোন মীমাংসা ছাড়াই সভা মূলতবী করায় এ তলবী সভা ডাকতে হয়েছে।

পরে অধ্যাপক অজয় রায় তলবী সভা আহবানের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়ায় তার অধিকার ক্ষুণ্ন হবার অভিযোগ উত্থাপন করে সভাপতিকে দেয়া চিঠি পাঠ করে শোনান এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন কার্যকরী পরিষদের যে সভায় তলবী সভার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় তার কার্যবিবরণী তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, কার্যকরী পরিষদের এ সভায় অধ্যাপক সেনসহ তিনজন সদস্য তলবী সভা না করার সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি জানান।

গতকাল অনুষ্ঠিত তলবী সভার প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী, ফেরদৌস হোসেন, কে এ এম সাদ উদ্দিন, অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী ও অধ্যাপক সৈয়দ আহমেদ খান।

ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, গত তিন-চার মাস যাবত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে। তারই ফল হচ্ছে সাময়িক শূন্যপদে পূর্ণ উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ। অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানোর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ লংঘনের অপচেষ্টা হচ্ছে এবং এ অপচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শুধু গণতন্ত্রের জন্য

ফেরদৌস হোসেন বলেন, আমরা শুধু গণতন্ত্রের জন্য যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি তারা বিশ হাজার টাকা বেতনে বহুজাতিক কর্পোরেশনে চাকরি না করে পাঁচ হাজার টাকা বেতনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হয়েছি। এর একমাত্র কারণ স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে কথা বলা। বর্তমান উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে '৭৩-এর গণতান্ত্রিক আদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা লংঘিত হয়েছে। তিনি এ সময় দৈনিক খবরের সাথে এ সম্পর্কে উপাচার্যের দেয়া সাক্ষাৎকারটি পড়ে শোনান এবং উপস্থিত শিক্ষকরা 'শেম' 'শেম' ধ্বনি দিতে থাকে।

সভাপতি দৌড় দিলেন

অধ্যাপক সাদ উদ্দিন গত ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভার বর্ণনা দিয়ে বলেন, রাত্রি সাড়ে ১১টায় যখন এখানে হট্টগোলের মধ্যে কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন সকলকে শান্ত করে সভার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার কোন অনুরোধ না জানিয়ে সভাপতি দৌড় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দৌড় দিলেন বলব না-তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

'৮৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে আজকের ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা এ যোগসূত্র দেখতে পাননা তারা এ ষড়যন্ত্রের অংশীদার। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কোন তলবী সভা হয়নি। কিন্তু আজ ওপর থেকে এ তলবী সভা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা আমাদের মধ্যে ভাঙন চান।

একটি জাতীয় দৈনিকে 'ওরা ৫৪ জন কি চায়' শীর্ষক একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, আমরা কোন অন্যায় করিনি। আমাদের অধিকার অনুযায়ী আমরা তলবী সভা ডেকেছি। এ জন্য ঐ পত্রিকাকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। নইলে আমরা আমাদের ব্যবস্থা নেব। তখন সকলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠেন-'ওটা জাতীয় নয় বিজাতীয় দৈনিক!'

অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, যিনি উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তার সম্পর্কে কোন কথা নেই। তবে যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন তাতেই আমাদের আপত্তি। এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বৈরাচার

সৈয়দ আহমেদ খান বলেন, 'পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত' এ কথার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও স্বৈরাচার ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে '৭৩-এর গণতান্ত্রিক আদেশের ওপর আঘাত এসেছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, 'অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপাচার্য হিসেবে পদত্যাগ করায় উপাচার্যের পদে যে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেখানে উপাচার্যের কাজে চালিয়ে নেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সরাসরি নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১ নম্বর ধারা লংঘিত হয়েছে। এই সভা দাবী জানাচ্ছে যে, ৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বেই এই নিয়োগ প্রত্যাহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১১ (২) ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে উপাচার্যের দাফতরিক দায়িত্বভার চালিয়ে নেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

তলবী সভায় প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৯শ'। উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় সাধারণতঃ ১০০ হতে ১৫০জন সভায় সদস্য উপস্থিত থাকেন।